



21241 - ওযুত বসিমল্লিলাহ বলার বখান

প্রশ্ন

ওযুত বসিমল্লিলাহ বলার বখান কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ওযুত বসিমল্লিলাহ বলার বখান নিয়ে আলমেরা মতভেদে করছেন।

ইমাম আহমাদ বসিমল্লিলাহ পড়া ওয়াজবি হওয়ার মত পোষণ করছেন। তিনি দলীল দিয়েছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস দিয়ে, যখনে নবীজী বলছেন: “যে ব্যক্তি ওযুর সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে না তার ওযু নহে।” [হাদীসটি তিরমিযী (২৫) বর্ণনা করছেন এবং শাইখ আলবানী সহীহুত তিরমিযীতে হাসান বলছেন] দেখুন: আল-মুগনী (১/১৪৫)

পক্ষান্তরে অধিকাংশ আলমে তথা ইমাম আবু হানীফা, মালকে, শাফয়ী ও ইমাম আহমদ থেকে অপর একটি বর্ণনা অনুযায়ী বসিমল্লিলাহ বলা ওযুর অন্যতম একটি সুন্নত; এটা ওয়াজবি না।

বসিমল্লিলাহ পড়া ওয়াজবি না হওয়ার পক্ষে তারা কিছু দলীল দিয়েছেন, যথা:

১- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোককে ওযু শখোনোর সময় বলেন: “আল্লাহ যভাবে তোমাকে আদেশে দিয়েছেন সতাবে ওযু করো।” [হাদীসটি তিরমিযী (৩০২) বর্ণনা করছেন আর শাইখ আলবানী তার সহীহুত তিরমিযীতে (২৪৭) সহীহ বলছেন]। এর মাধ্যমে নবীজী ইঙ্গিত দিয়েছেন আল্লাহর বাণীর দিকে: “হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য উঠবে (উদ্যোগী হবে) তখন মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধোবে, মাথা মুছবে এবং গোড়ালরি উপরে গাঁট পর্যন্ত পা ধোবে।” [সূরা মায়দো: ৬] আল্লাহর আদেশের মাঝে বসিমল্লিলাহ পড়ার কথা নহে। দেখুন: নববীর ‘আল-মাজমু’ (১/৩৪৬)।

আবু দাউদ (৮৫৬) এই হাদীসটি আরও বেশি পরিপূর্ণ ভাষ্যে বর্ণনা করছেন। সেটা থেকে আরও স্পষ্ট বোঝা যায় যে ওযুতে বসিমল্লিলাহ পড়া আবশ্যিক না।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “পূর্ণাঙ্গরূপে ওযু না

করলে তমোদরে কারো সালাত সম্পন্ন হবে না ঠিকি যভোবে মহান আল্লাহ নরিদশে দয়িছেনে; তথা ব্যক্তি তার মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুবে, মাথা মাসহে করবে এবং উভয় পা গোড়ালিসিহ ধুবে। ...” হাদীসটি।

উক্ত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিমল্লাহ পড়ার কথা বলনেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় এটা পড়া ওয়াজবি নয়। দেখুন: বাইহাকীর ‘আস-সুনানুল কুবরা’ (১/৪৪)।

২- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়ুর ববিরণ যারা দয়িছেনে তাদের অনেকে বসিমল্লাহ উল্লেখ করেননি। যদি এটা ওয়াজবি হত তাহলে উল্লেখ করা হত। দেখুন: আশ-শারহুল মুমতী (১/১৩০)।

এই মতটিকে আল-খরাকী ও ইবনে কুদামার মতো অনেকে হাম্বলী বহেছে নয়িছেনে।

দেখুন: আল-মুগনী (১/১৪৫) ও আল-ইনসাফ (১/১২৮)।

বর্তমান সময়ের আলমেদের মধ্য থেকে শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুমালাহ এই মত বহেছে নয়িছেনে।

দেখুন: ফাতাওয়াশ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম (২/৩৯) ও আশ-শারহুল মুমতী (১/১৩০, ৩০০)।

যারা বসিমল্লাহ বলা ওয়াজবি মনে করেন তারা যে হাদীসটি দিয়ে দলীল পশে করেন সটোর বপিরীতে এই মতাবলম্বীরা দুটো জবাব পশে করেন:

এক: হাদীসটি দুর্বল।

একদল আলমে এটাকে দুর্বল বলছেন। তন্মধ্যে রয়েছেন ইমাম আহমাদ, বাইহাকী, নববী ও বায্হার।

ইমাম আহমাদকে ওয়ুতে বসিমল্লাহ পড়ার বধিান জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: “এ ব্যাপারে কোনও হাদীস প্রমাণিত না।

আমি এ প্রসঙ্গে এমন কোনও হাদীস জানি না যটোর সনদ ভালো।”[সমাপ্ত][আল-মুগনী (১/১৪৫)]

দেখুন: আস-সুনানুল কুবরা (১/৪৩), আল-মাজমু (১/৩৪৩) ও তালখীসুল হাবীর (১/৭২)।

দুই: হাদীসটি সহীহ হলে “তার ওয়ু নহে” এ কথার অর্থ হবে ‘তার ওয়ু কামলে নয়’। ‘তার ওয়ু সহীহ নয়’ এটি এ কথার অর্থ নয়।

দেখুন: আল-মাজমু (১/৩৪৭) ও আল-মুগনী (১/১৪৬)।



সুতরাং হাদীসটা সহীহ হলেও সটে প্রমাণ করবে যে বসিমল্লাহ পড়া মুস্তাহাব; সটে প্রমাণ করবে না যে, বসিমল্লাহ পড়া ওয়াজবি। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে কোন মুসলমি যদি বসিমল্লাহ না পড়ে ওয়ু করনে তাহলে তার ওয়ু সঠিক। তবে তিনি এই সুন্নাহ পালনরে নকৌ থকে নজিকে বঞ্চিত করলনে। তবে একজন মুসলমিরে জন্য ওয়ুতে বসিমল্লাহ ত্যাগ না করাই নরিপদ।